বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসরণে

আবোল তাবোল

সুকুমার রায়

পেটালস
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

আবোল তাবোল	৩	হুঁকোমুখো হ্যাংলা	৩১
খিচুড়ি	৪	একুশে আইন	৩৩
কাঠবুড়ো	৫	দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্!	৩৪
গোঁফ চুরি	৬	গল্প বলা	৩৫
সৎপাত্র	৭	নারদ! নারদ!	৩৬
গানের গুঁতো	৮	কী মুশকিল!	৩৭
খুড়োর কল	৯	ডানপিটে	৩৮
লড়াই খ্যাপা	১০	ভুতুড়ে খেলা	৩৯
সাবধান!	১১	আহ্লাদী	৪১
ছায়াবাজি	১২	রামগরুড়ের ছানা	৪২
কুমড়োপটাশ	১৪	হাত গণনা	৪৩
প্যাঁচা আর প্যাঁচানি	১৬	গন্ধ বিচার	৪৪
কাতুকুতু বুড়ো	১৭	হুলোর গান	৪৬
বুড়ির বাড়ি	১৮	কাঁদুনে	৪৭
হাতুড়ে	১৯	ভয় পেয়োনা	৪৮
কিম্ভূত!	২০	ট্যাশ গোরু	৪৯
চোর ধরা	২১	নোট বই	৫০
ভালো রে ভালো!	২২	ঠিকানা	৫১
অবাক কাণ্ড!	২৩	বিজ্ঞান শিক্ষা	৫২
বাবুরাম সাপুড়ে	২৪	ফসকে গেল!	৫৩
বোম্বাগড়ের রাজা	২৫	পালোয়ান	৫৪
শব্দকল্পদ্রুম্!	২৬	মাসি গো মাসি	৫৫
নেড়া বেলতলায় যায় কবার?	২৭	আবোল তাবোল	৫৬
বুঝিয়ে বলা	২৯		

প্রচ্ছদ ও অলংকরণে রাজামিতা

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Petals Publication.

ABOL TABOL written by Sukumar Roy Published by Petals Publication 114N, Dr. S C Banerjee Road Kolkata 700010 INDIA & Printed at Dotline Print & Process 114N, Dr. S C Banerjee Road Kolkata 700010 INDIA
Contact: 8910283448; +91 33 22413572 Email: punaschabook@gmail.com Web:www.punaschabooks.com

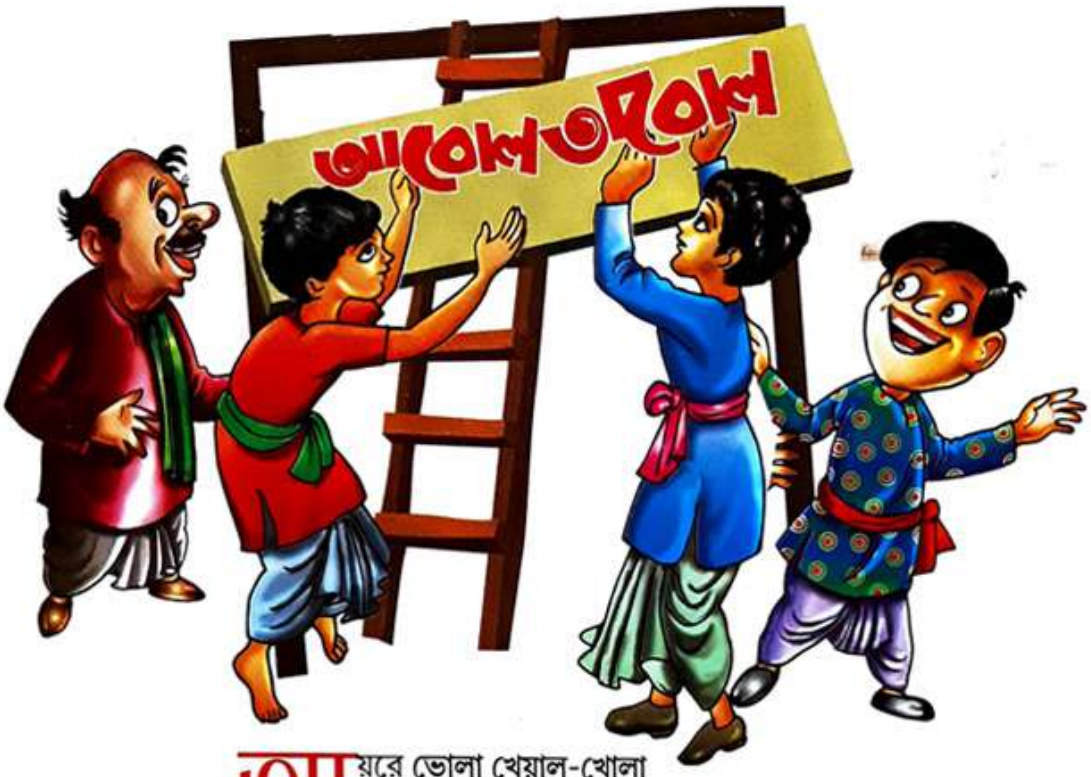

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন ধিন,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব-হীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে।।

খিচুড়ি

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কী ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ মূর্তি'।"
টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লংকা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি সেও চাই উড়িতে।

গোরু বলে, "আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?"
'হাতিমি'র দশা দেখে—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।

কাঠুরে বুড়ো

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুন গুন সংগীত
ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কী পণ্ডিত!
বিড় বিড় কী যে বকে নাহি তার অর্থ—
"আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।"
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
রেগে বলে, "কেবা বোঝে এ সবের মর্ম?
আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ,
বোঝেনাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
কোন কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব,
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত?"
আশে পাশে হিজি বিজি আঁকে কত অঙ্ক
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য;
কোন ফুটো খেতে ভালো, কোনটা বা মন্দ,
কোন কোন ফাটলের কী রকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক শব্দ,
বলে, "জানি কোন কাঠ কীসে হয় জব্দ;
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কীসে হয় নষ্ট।
কোন কাঠ পোষ মানে, কোন কাঠ শান্ত
কোন কাঠ টিমটিমে, কোনটা বা জ্যান্ত।
কোন কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কী সত্য,
আমি জানি কোন কাঠে কেন থাকে গর্ত।"

গোঁফ চুরি

হেড অফিসের বড়োবাবু লোকটি বড়ো শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানত?
দিব্যি ছিলেন খোসমেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে!
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুড়ে চোখটি করে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধরে তোল!"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!"
গোঁফ হারানো! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধরে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারও কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।

"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কললেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"অফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর,
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"